তারিখ 15 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

যৌন নিপীড়নরোধে রিট

সব প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ কেন্দ্র খোলার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাক্ষেত্র ও রাস্তাঘাটে নারী এবং শিশুদের যৌন নিপীড়নরোধে সব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ কেন্দ্র খোলার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়নের দাবিতে দায়ের করা রিটের শুনানি শেষে গতকাল বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এ রায় দেন।

রায়ে আদালত বেশ কয়েকটি নির্দেশনা দেন। যতদিন জাতীয় সংসদে নারী ও শিশুদের যৌন নিপীড়নরোধে এ নীতিমালা সংক্রান্ত আইন পাস না করা হবে, ততদিন আদালতের এ নির্দেশনা আইন হিসেবে কার্যকর হবে বলেও রায়ে বলা হয়। এ রায়কে মাইলফলক বলে উল্লেখ করেছেন রিটের কৌসুলিরা।

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নারী ও শিশুদের যৌন হয়রানির প্রতিরোধে নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশনা চেয়ে ২০০৮ সালের ৭ আগস্ট মহিলা আইনজীবী সমিতির পক্ষে এডভোকেট সালমা আলী হাইকোর্টে একটি রিট

নির্দেশ : পৃ: ২ কঃ ৪

নির্দেশ : হাইকোর্টের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

আবেদন দাখিল করেন। ওইদিন আদালত রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে নারী ও শিশুদের যৌন নিপীড়ন বন্ধে কেন নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশ দেয়া হবে না তার কারণ জানতে চেয়ে রুল জারি করেন। রিট আবেদনে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, আইন সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে বিবাদি করা হয়। গতকাল রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে আদালত বেশ কয়েক দফা নির্দেশনাসহ রায় দেন।

রিট আবেদনের পক্ষে এডভোকেট ফাওজিয়া করিম ফিরোজ, এডভোকেট সালমা আলী প্রমুখ মামলা পরিচালনা করেন।

যৌন হয়রানির সংজ্ঞার বিষয়ে হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়, ইভটিজিং, অশালীন ই-মেইল, ফোন বা মোবাইলে বিরক্ত করা, খারাপ দৃষ্টিতে তাকানো, খারাপ উদ্দেশ্যে কিছু বলা, এমনকি খারাপ উদ্দেশ্যে কাউকে সুন্দর বলাও যৌন নিপীড়ন হিসেবে গণ্য হবে।

রায়ে বলা হয়, কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষাক্ষেত্রে অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। নির্যাতিত নিজে বা তার পক্ষে আইনজীবী অভিযোগ করতে পারবেন। অভিযোগকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এ অভিযোগ কেন্দ্রে কোন অভিযোগ দেয়া হলে তা তদন্তে ন্যূনতম ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটিতে নারীদের প্রাধান্য নিশ্চিত করতে হবে এবং কমিটির প্রধান হবেন একজন নারী। যৌন নির্যাতনের অভিযোগ প্রমাণের আগে অভিযোগকারী বা অভিযুক্তের নাম প্রকাশ করা যাবে না। অনুসন্ধান ও তদন্ত শেষে অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানিকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

রায়ে আরও বলা হয়, শিক্ষাক্ষেত্রে বা কর্মক্ষেত্রে ছাত্রী বা নারী শ্রমিকদের জন্য বৈরী পরিবেশ যেন না থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে পুরুষ কর্মীদের চেয়ে নারী কর্মীদের যেন অসুবিধাজনক পরিবেশে থাকতে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

রায় ঘোষণার পর এডভোকেট সালমা আলী সাংবাদিকদের বলেন, আদালত একটি যুগান্তকারী রায় দিয়েছেন। এ রায় যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের আইন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছি বলেও তিনি জানান।

এডভোকেট ফাওজিয়া করিম ফিরোজ বলেন, রাস্তা-ঘাটসহ সব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়নরোধে আদালত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে যৌন নিপীড়নের সংজ্ঞাও দিয়েছেন আদালত। সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ ও রায় অনুযায়ী যতদিন সংসদে এ সংক্রান্ত আইন পাস করা না হবে ততদিন এ নীতিমালা আইন হিসেবে বিবেচিত হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রায়ে এবং দেশের প্রচলিত আইনে যৌন নিপীড়নের শাস্তির বিধান রয়েছে। এ শাস্তি জেল, জরিমানা বা উভয় ধরনের হতে পারে।